যুগান্তর

তারিখ 20 SEP 2008
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

নারায়ণগঞ্জে অধিকাংশ ইংলিশ মিডিয়া স্কুলেরই রেজিস্ট্রেশন নেই

শরীফ উদ্দিন সবুজ, *নারায়ণগঞ্জ থেকে*

নারায়ণগঞ্জের অধিকাংশ ইংলিশ মিডিয়াম ও কিন্ডারগার্টেন স্কুল জ্ঞান বিতরণের কেন্দ্র হওয়ার বদলে ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বেশিরভাগ স্কুলের পাঠদানের মান নিয়েই রয়েছে প্রশ্ন। নানা অজুহাতে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে আদায় করা হয় মোটা অংকের ফি। বেশিরভাগ স্কুলেরই নেই সরকারি রেজিস্ট্রেশন। শুধু পৌরসভার একটি ট্রেড লাইসেন্সের মাধ্যমে এ স্কুলগুলোর কার্যক্রম চলছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, নারায়ণগঞ্জের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর বেশিরভাগেরই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের রেজিস্ট্রেশন নেই। যদিও এ রেজিস্ট্রেশন থাকা বাধ্যতামূলক। বেশিরভাগ স্কুল পৌরসভার ট্রেড লাইসেন্সের মাধ্যমে চলছে। অনেকের আবার তাও নেই। স্কুলগুলো পরিচালনার জন্য নেই কোন ম্যানেজিং কমিটি। নিজেদের লোক এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে বাবা-মা, ভাই-বোন মিলেই স্কুলের পরিচালনা কমিটি। ইংলিশ স্কুলগুলোর ফিও মাত্রাতিরিক্ত। স্কুলগুলোতে প্লে-গ্রুপ বা জুনিয়র গ্রেডে ভর্তি ফি আট থেকে বিশ হাজার টাকা। মাসিক বেতন আটশ' থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত। প্রতিবছরই ভর্তি ফি নতুন করে দিতে হয়। আর মাসিক বেতন প্রতিবছর বাড়ে দুইশ' থেকে পাঁচশ' টাকা। ইংলিশ স্কুল ও কিন্ডারগার্টেন স্কুলে পড়ানো হয় যেসব বই সেগুলো বেশিরভাগ কিনতে হয় স্কুল থেকে। বাইরে থেকে কিনলেও নেপথ্যে ওই বইয়ের প্রকাশক স্কুল কর্তৃপক্ষ। অভিযোগ রয়েছে কোন কোন প্রকাশনীর কাছ থেকে মোটা অংকের কমিশন নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ নিম্নমানের বই পাঠ্য করে। আবার অনেক সময় কোন দোকান থেকে বই কিনতে হবে এ বিষয়টিও ঠিক করে দেয় স্কুল কর্তৃপক্ষ। স্কুল ড্রেস নিয়েও দু'ধরনের স্কুলের বিরুদ্ধেই ব্যবসার অভিযোগ রয়েছে। স্কুল ড্রেসের কাপড় বাবদ অনেক স্কুল টাকা নিয়ে নেয়। এরপর স্কুল থেকে কাপড় সরবরাহ করা হয়। বলে দেয়া হয় কোন টেইলার থেকে স্কুল ড্রেস বানাতে হবে। স্কুল ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে বেশি পরিমাণ বেতন আদায় করা হলেও শিক্ষকদের সে তুলনায় অ বেতন দেয়া হয়। এমনকি কোন কোন কিন্ডারগার্টেন স্কুলে শিক্ষকের বেতন মাত্র পাঁচশ' টা চাকরি করলে শিক্ষকরা বাসায় টিউশনির জন্য ছাত্র পাওয়া সহজ হবে— এ প্রলোভন শিক্ষকদের চাকরি দেয়া হয়। আবার ইংলিশ স্কুলগুলো বিশাল বেতন নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের প পড়া বুঝতে একই স্কুলের শিক্ষকদের পরিচালিত কোচিং সেন্টারে ছুটতে হয়। কোন কো কোচিং করতে যেতে হয় ঢাকায়। শহরের অনেক কিন্ডারগার্টেন ও ইংলিশ স্কুলে শিশুদে সাধনের অন্যতম অনুষঙ্গ খেলার মাঠ নেই। অনেকে পাড়া বা মহল্লায় একটি ফ্ল্যাট বাড়ি ভ স্কুল গড়ে তুলেছেন। আবার অনেক স্কুলের মাঠ যেন দোষ কাটানো। ছাত্রছাত্রীর তুলনায় ছোট হওয়ায় বেশিরভাগ সময় স্কু এসেমবলি হয় না। আবার যখন এসেমবলি ছাত্রছাত্রীদের গাদাগাদি করে দাঁড়াতে হ সংগঠক ও খেলাঘর আসরের নারায়ণগ কমিটির সেক্রেটারি জহিরুল ইসলাম এ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, এসব স্কুলে এ শিক্ষা মন্দের ভালো। কিন্তু শিশুদের মানসিক বিকাশ, শারীরিক বিকাশ হচ্ছে না থাকায় শিশুরা মুক্তভাবে খেলাধুলা করতে প

> শুধু পৌরসভার ট্রেড লাইসেন্সের মাধ্যমে স্কুলগুলোর কার্যক্রম চলছে : নানা অজুহাতে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে আদায় করা হয় মোটা অংকের ফি

নারায়ণগঞ্জ নাগরিক কমিটির সহ-সভাপতি রফিউর রাব্বি বলেন, স্কুলগুলো জ্ঞান বিতর হওয়ার বদলে ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। পৌরসভা যেহেতু এদের একটি ট্রেড লাইসে তাই পৌরসভা স্কুলগুলোর ব্যাপারে একটি তদারকির ব্যবস্থা করতে পারে। তার বক্তব্যের পৌর মেয়র ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী বলেন, এ ধরনের স্কুলগুলোর পড়াশোনার মান নিয়ে অভিযোগ রয়েছে। এক দেশে প্রাইমারি, কিন্ডারগার্টেন, মাদ্রাসা শিক্ষা থাকতে পারে একমুখী শিক্ষা চাই। তবে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা ছাড়া আমি স্কুলগুলোর ব্যাপারে তদার